ভূমিকা

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্প আজ এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ছোটগল্পের এই সমৃদ্ধি কারো একক প্রচেষ্টার ফল নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ছোটগল্পের এই জয়যাত্রা বিশেষ করে চোখে পড়ার মত। জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে। সমৃদ্ধতর হল বাংলা কথাসাহিত্যের এই ধারা। এলেন সুবোধ ঘোষ। কিন্তু সুবোধ ঘোষ, —জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ হাঁটলেন না। ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকের সমন্বয় ঘটিয়ে সুবোধ ঘোষ বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখলেন এবং দেখালেন নানা দৃষ্টিকোন থেকে। নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুনভাবে লিখলেন বাঙালির নাগরিক জীবনের গল্প।

সুবোধ ঘোষের দু-একটি ছোটগল্প হঠাৎই পড়ার পর তাঁর গল্প সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগে। তাঁর গল্প পড়া শুরু করি। ক্রমে লেখকের অন্যান্য রচনা পাঠের আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হয়। জানতে ইচ্ছে হয় লেখককে, তাঁর জীবনকে। কোলকাতায় সুবোধ ঘোষের পুত্র উত্তমের সঙ্গে দেখা করি। সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণামূলক একটা কাজ করার কথা আমার মাথায় ছিল। উত্তমবাবুকে সংকোচের সঙ্গে কথাটা জানাতে তিনি আমাকে প্রশ্রয় দিলেন, বাড়ি নিয়ে গেলেন, দেখালেন সুবোধ বাবুর গ্রন্থ সংগ্রহ, তাঁর লেখার সামগ্রী। তিনি বিভিন্ন সময় স্মৃতিচারণ করে আমাকে জানিয়েছেন সুবোধবাবুর জীবনের নানা ঘটনার কথা, সরবরাহ করেছেন অনেক তথ্য। উত্তমবাবু কখনো আমার উৎসাহকে স্তিমিত হতে দেন নি।

গবেষণা সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বঙ্কিম যুগ থেকে জগদীশ গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুবোধ ঘোষের ব্যক্তি জীবনের ওপর আলোকপাত করে তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রস্তুতিপর্ব বুঝতে চেষ্টা করেছি, তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর ছোটগল্পগুলির বর্গীকরণ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আঙ্গিক ও প্রকরণের ওপর স্বতন্ত্র আলোচনা রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আছে লেখকের উপন্যাসের ওপর আলোকপাত। এই অধ্যায়গুলিতে আমরা সুবোধ ঘোষের রচনার বহুবিচিত্র রূপকে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে শিল্পীর কথাসাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে হয়ত ধরা যায়নি এই সন্দর্ভে। অপটু হাতের অপূর্ণতা হয়ত আছে। পেশাগত কারণে কোথাও কোথাও সংবাদপত্রের ভাষারও হয়ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবুও এই গবেষণা সন্দর্ভে সুবোধ ঘোষের ব্যাতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভার অতি সামান্য অংশও যদি উপস্থাপিত করে থাকতে পারি, তবে এই শ্রম সার্থক হয়েছে মনে কোরব।

এই অভিসন্দর্ভ আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অঙ্কুশ ভট্ট-র তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর অমূল্য উপদেশ এবং একান্ত সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা যেত না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর তপোধীর ভট্টাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী গৌরী সেনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ তাঁরা এই কাজে আমাকে আদ্যন্ত উৎসাহ যুগিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুজপ্রতিম প্রাণকৃষ্ণ শর্মাকে যার একনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই সন্দর্ভটিকে ছাপার অক্ষরে পেশ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এ কাজটি করার অনুমতি দেবার জন্য।